

রং পুরুষে রমণ মন

আমি রমণার বটমূল ভালোবাসি
ভালোবাসি টি এস, সি'র চত্বর
বিশ্ববিদ্যালয়ে অনধিকার প্রবেশ
কবিতার নামে গাছের পাতা ছেঁড়া
ফুলের নামে মনের নাম রাখা
বইমেলা, পানসি নৌকা আর জোৎস্নার আলিঙ্গণ
রোমহর্ষক উপন্যাস মাসুদ রানা, বনছর
গানওয়ালা, নাটকের মঞ্চ ও
শিহরিত নারী অধিকার
আমার মানস ম'লে সাজানো সব পণ্য
বিশেষ আকৃষণ হলো নষ্ট নীরে নষ্ট নারী
আমি তোমাদের ভালবাসি

তোমরা আমার অনবদ্য মিছিল
তোমরা হলে ঝাঁকের কই
ঝাঁকে আস ঝাঁকে ভাসো
শেখোনা দেখে কিছুই
কেবল তোতাপাখীর জীবন
পলকে পলকে আমাকে ভাসাও
ঝলকে ঝলকে আমাকে ভাসাও
নিজে ডুবে যাও অন্ধকার জীবনের টানাপোড়নে
হৃদয়ে আগুন জ্বলে জালাও আমার পথের প্রদীপ
আঁচল পেতে জানাও আমাকে মলমল স্বাগতম
ঝলসে নাও সোনালী চামড়া প্রখর রোদে
এক খাবলায় নিংড়ে দাও নিজের নিয়তি
অনন্য এই ত্যাগ আর সহজ নিবেদন আমাকে দেয়
সমাজে উঁচু আসন, সমাজকে আমি দেখাই কলা
বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে জানাই আমার প্রিতম
গুভেচছা, সবাই খুশী

আমার সাত রং পড়বে এমন গুলীজন
আমি দেখি না এই বোকা সমাজে
আর তোমরা গংগাজলে পা ডুবিয়ে বসে থাক আমরণ
আমাকে রমণ ক'রে তোমরা রমণী
আমাকে মহান ক'রে তোমরামহিলা
আমাকে প্রেম দিয়ে তোমরা প্রেমিকা

সে কথা আজ না হয় থাক
মূল্যায়ন হ'বে প'রে; জরুর হ'বে আখেরে প্রবেশ পেলে
আমি এই পৃথিবীর অষ্টম মহাসাগর
তোমরা সানন্দে ভাসাও তোমাদের প্রেমের তরী
কে তুমি নুতন তালিকায় নুতন নারী ।
সাগরে ভেসে ভাসাও তোমার হৃদয় তরী ।

মৌ মধুবন্তী, টরন্টো ১৭ মার্চ, ২০০৬